বুক পেতেছি গুলি কর

(জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের গৌরবগাথা)

ফখরুল ইসলাম

সম্পাদনা

আজমাঈন আলিফ আবরার

প্রান্ত প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ: বইমেলা-২০২৫

বুক পেতেছি গুলি কর

(জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের গৌরবগাথা)

ফখরুল ইসলাম

প্রকাশক : মো. আমিনুর রহমান

চিত্র : ইন্টারনেট

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দেওয়ান আতিকুর রহমান

I S B N : 978-984-99488-9-6

উ ৎ স র্গ

আমার বাবা মরহুম আবদুল মালেক
যিনি আমাকে স্বপ্ন বুনতে শিখিয়েছেন।
এবং
আমার মমতাময়ী মা তাহমিনা বেগমকে।

কৃতজ্ঞতায় : নাঈম হোসেন ফারুকী
যার সার্বিক সহযোগিতায় এই বইটি প্রকাশের সুযোগ পেয়েছি।

এবং সুরাইয়া আলম স্মৃতি
যার অনুপ্রেরণায় আমাকে লিখতে উৎসাহিত করেছে।

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৭
জুলাই বিপ্লবের পটভূমি	১২
একজন বীর আবু সাঈদ	১৭
প্রজ্জ্বলিত সূর্য : ফারহান ফাইয়াজ	২৩
অনিঃশেষ/মুগ্ধতায় মুগ্ধ	২৯
প্রিয় : স্বপ্নের ফেরিওয়ালা	৩৫
মৃত্যুঞ্জয়ী বীর ইয়ামিন	৪১
কিশোর যোদ্ধা তাহমিদ	৪৭
কিংবদন্তি গোলাম নাফিজ	৫৩
বীর চট্টলার বীর সেনানী ওয়াসিম	৫৯
রক্তস্নাত ইমাম হোসেন ভূঁইয়া	৬৫
ফুটন্ত গোলাপ : রিয়া গোপ	৭১
জুলাইয়ের স্ফুলিঙ্গ ফয়সাল শান্ত	৭৫
বিপ্লবের অপর নাম তানভীন	৮১
জুলাই গণজাগরণ : নতুন বাংলাদেশ	৮৩

ভূমিকা

আসুন একটু পিছনের গল্প শোনা যাক। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাস। মানুষকে সাপের মতো পিটিয়ে মেরে তার ওপর নাচল দুর্বৃত্তরা। এর নাম দিলেন বিপ্লব। হলো ওয়ান-ইলেভেন। আর তার ফল হলো বিগত ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসন। তথাকথিত চেতনার সেই শাসনে দেশ হয়ে গেল লুট। আর আপনি এখন হিসাব মেলাতে এসেছেন– আগের চেয়ে আলুর কেজি কত বেশি।

রাজধানীর পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) সদর দপ্তরে ২০০৯ সালের ঘটেছিল দেশের ইতিহাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বিডিআরের বিদ্রোহে ওই সময় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ মোট ৭৪ জনকে হত্যা করা হয়। আপনি জানলেন না এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাথে কারা জড়িত? আপনি চুপ ছিলেন। কারণ কথা বললেই তো আপনার চেতনার বেলুন চুপসে যাবে। গত ১৬ বছরে আপনি দেখলেন ভয়ংকর সব জাদু। দেখলেন সৎ সাংবাদিক সাগর-রুনির লাশ ও একটি এতিম শিশু। নিঠুর গলায় বলতে শুনলেন– 'কারও বেডরুমের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের না।' আপনি চুপ থাকলেন। প্রথম সারির রাজনীতিবিদ ইলিয়াস আলীর গুম হওয়াটা ছিল আপনার কাছে চেতনার প্রতীক। বাবা একরামকে গুলি করে হত্যার শব্দ মোবাইলে শুনে স্ত্রী কন্যা যখন কেঁদেছিল, সেই চোখের পানিতে আপনি পেয়েছিলেন চেতনার ঝরনাধারা। আর এখন এসেছেন হিসাব মেলাতে– আগেই ভালো ছিলাম। সত্যি সেলুকাস।

২০১৩ সালের দিকে সিলেটে রাজন নামের এক গরিব শিশুকে এক ফ্যাসিস্ট দোসর দিনের আলোয় পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। আপনি আর খোঁজ নেননি। কারণ সেই হন্তারক ছিল আপনার চেতনার সৈনিক। একই বছর ৫ মে হেফাজতের সমাবেশে ফ্যাসিস্ট সরকারের পেটোয়া বাহিনী দিয়ে আলেম হত্যার উৎসবে মেতে উঠেছেন। এই বর্বরোচিত ঘটনা নিয়ে একটিবার ও প্রশ্ন তুললেন না।

বেশ কয়েক বছর আগে। ঢাকার বাড্ডার এক স্কুলে বোরকা পরা এক নারী অভিভাবককে চোর সন্দেহে মানুষ দিনে দুপুরে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল। আপনি সেই বর্বরতার প্রতিবাদ করেননি। কারণ, তা চলে যেত আপনার চেতনার শাসকের বিপক্ষে। আর এখন আপনি কথা বলছেন ডিমের হালি নিয়ে। বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদের দোষ ছিল সে ভারতবিরোধী আর নামাজ পড়ত। তাকে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা রুমে ডেকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করলেও আপনি মুখে টেপ মেরে ছিলেন। ছোট্ট মেয়ে ফেলানীর লাশ সীমান্তের কাঁটাতারে যখন ঝুলছিল, আপনার নারীবাদী চেতনা টুপ করে লুকিয়ে গেল। কিন্তু সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এক নারী ভাট্টিকে কিছু বলায় আপনার চেতনা মানববন্ধন থেকে লাফিয়ে মামলায় চলে গেল। কোর্টে এই সিনিয়র আইনজীবীকে ফ্যাসিস্ট দোসররা রক্তাক্ত করল। কোর্টে আক্রমণে রক্তাক্ত হয়েছিলেন আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। অন্যায়ভাবে জেলে নির্যাতন করে দেশছাড়া করা হয়েছিল বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শফিক রেহমানকে। আপনি এসবে খুঁজে পেলেন চেতনার বিজয়। আর এখন দেশপ্রেমিক বিপ্লবী ছাত্রছাত্রীদের বলছেন 'এগুলা বেয়াদব।' অথচ এই বিপ্লবের সময় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সরকারি গুন্ডারা লাঠি দিয়ে মারছিল, আপনি চেতনার চোটে সেখানে নারী দেখেননি। তনু হত্যায় আপনি নারীকে পাননি, পেয়েছিলেন হিজাবি। অথচ রাজধানীর ক্লাব-হোটেলে লুটেরা এলিটদের রাতভর বেলেল্লাপনায় আপনি শুনেছেন প্রগতিশীলতার ডামাডোল।

সেক্যুলার মুখোশে মুসলিম বিদ্বেষী ফ্যাসিজমকে সমর্থন করেছেন আপনি এই ৯২ শতাংশ মুসলিমের দেশে। কেউ নামাজ পড়লেই তাকে আড়চোখে মেপেছেন। দাড়ি-টুপি পরা সম্মানিত মানুষকে অপমান করেছেন। স্যুট-টাই পরা চোর-লুটেরাদের দাঁড়িয়ে সম্মান দেখিয়েছেন। আর এখন এসেছেন আপনি পেঁয়াজের বাটখারা মাপতে।

২০১৮ সালে ছোট্ট স্কুল শিশুদের 'নিরাপদ সড়ক' আন্দোলনে পুলিশ আর হেলমেট বাহিনী যখন শিশুদের ওপর হাতুড়ির আক্রমণ চালায়, বাচ্চাদের অ্যারেস্ট করে, আপনি সেটাকে দেখেছেন চেতনার বিজয় হিসেবে। বিগত ১৬ বছরে দেশ দেখেছে কীভাবে প্রতিপক্ষকে গুম করে খুন

করে বস্তায় ভরে পাথরে বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। আপনি দেখেননি। আপনি কানাগলির অন্ধ।

মিডিয়াগুলোর নির্লজ্জ চাটুকারিতা আর দলবাজি আপনার চেতনার বিবেককে আনন্দ দিয়েছে। দেশের উঁচু চেয়ার থেকে মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কাঁঠালের বার্গার, পেঁয়াজ ছাড়া রান্না, রোজদারকে মিষ্টিকুমড়া দিয়ে বেগুনি আর কাঁচামরিচ শুকিয়ে পরে ভিজিয়ে রান্না করতে বলে আপনি মজা পেয়েছিলেন। আর এখন এসেছেন ৩০০ টাকা কেজির কাঁচামরিচে ডলা দিতে।

জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে ৪ বছরের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত হাজার হাজার ছাত্র-জনতা নির্মমভাবে নিহত হয়েছে, ছাত্রের লাশ রিকশার পা-দানিতে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভ্যানে শহিদদের মৃতদেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাওয়া গেছে গণকবর। দেশের মানুষের পকেট কেটে ১৬ লাখ কোটি টাকা চুরি করে ভেগেছে চোরের রাজা-রানি-উজির-নাজির। এরপরও আপনার চেতনা পরাজিত ফ্যাসিস্টের জয়গান গায়। দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য বানিয়ে ছেড়েছে এই দেশকে। ফ্যাসিস্ট সরকারের একজন পিয়নের পকেটেই মাত্র ৪০০ কোটি টাকা। কী আজব কলিকালের গল্প। তথাকথিত 'সুশীল' সমাজের প্রতি একটা প্রশ্ন, আচ্ছা এই যে এতকাল 'মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ' বলে যে বুক টানটান করে চেতনার আস্ফালন করেছিলেন, কোথায় ছিল আপনাদের দেশপ্রেম এসব অনিয়মের জালে অথবা লুটতরাজের ত্রাসে? আমরা তো এ দেশেরই নাগরিক, এ দেশেরই কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি। এ দেশের সব মানুষ আপনাদের মতো ব্যক্তিস্বার্থের চেতনায় এ নৈরাজ্যকে বাহবা দিয়ে যায়নি– তারা দেশপ্রেম এরই অংশ হিসেবে তার অনুভূতি অফিসে চায়ের টেবিলে কিংবা চলতে পথে আপনাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল।

আপনি ছিলেন নিশ্চুপ। যে দেখেও না দেখতে চায়; বলেন তো তার চোখের জ্যোতি ফেরাবে কার সাধ্যি? শুধু জানতে ইচ্ছে হয় কোন চেতনায় আপনি এতটা অন্ধত্ব বরণ করে নির্লজ্জভাবে এ সরকারের অনুরাগী ছিলেন? কোন চেতনায় রাজপথ না হোক নিজের বিবেকের কাছে একবার প্রশ্ন তোলেননি– এ দেশটাকে যারা তিলতিল করে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তার দোসর আমি কীভাবে হই? শুধু তো দোসর না, আপনারা তার গুণগানও গাইতেন।

গাইতে গাইতে মুখে ফেনা তুলে ফেলতেন– ফেনা তুলতে তুলতে যাকে তাকে রাজাকার গালি দিয়ে, 'বিকল্প কে?' বুলি তুলে ডাকাত সরকারকে নিষ্কণ্টক পথ করে দিয়েছিলেন আরও একটু বেশি লুটতরাজ করার! এসব আস্ফালনে কবে আপনার লজ্জা সীমা হারাল, বিবেকবোধ ভূলুণ্ঠিত হলো টেরও পেলেন না– মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করে নেওয়া ভোট ডাকাতের সঙ্গে একসঙ্গে বসে পোলাও মাংস খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুললেন 'চেতনার' আবেগে। এই আবেগে আপনি নিজেও যে একজন ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠেছেন, সেটা বোধহয় উপলব্ধি করেননি। ২৪ জুলাই আগস্ট বিপ্লবের পটভূমি বিগত ১৬ বছরের ছাই চাপা ক্ষোভ থেকেই দানা বাঁধল। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে স্বৈরাচার পতনের এক দফা আন্দোলনে উত্তাল হলো রাজপথ।

পুলিশি বুলেটে আবু সাঈদরা অটল বিশ্বাসে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল বন্দুকের নলের সামনে। কী অকুতোভয় সাহস। নিশ্বাস আটকে যায় মুহূর্তেই। তিউনিসিয়ার মোহাম্মদ বোয়াজিজি মূর্তমান হয়ে ওঠে আমার বাংলায়। শুরু হলো বাংলা বসন্ত সরকার বুঝতেই চাইল না ক্ষমতা তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। পতঙ্গের পতন এলে সে আগুনের দিকেই ঝুঁকবে, এটাই কি স্বাভাবিক নয়? রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অপেশাদারিত্ব, মন্ত্রীদের বিতর্কিত ন্যারেটিভ পাল্টে দিল বিপ্লবের ধারা, বিক্ষোভে ফুঁসে উঠল হাজারো তরুণ। ভাষা এবং শব্দের ব্যবহারে মতাদর্শের প্রতিফলন কীভাবে ঘটে এবং তার প্রতিবাদ কেমন হওয়া উচিত, জেন-জেড তার প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করল। অকুতোভয় ছাত্রজনতা আলিঙ্গন করতে শিখে নিল মৃত্যুকে, রাজপথে স্লোগান উঠল– 'আমার ভাই মরল কেন, প্রশাসন জবাব চাই' ধ্বনিতে।

জুলাইয়ের পরে বাংলার বুকে আগস্ট আসে কিন্তু বাঙালি তারিখ গুনতে থাকে আজকে জুলাইয়ের ৩২, জুলাই ৩৩! এইভাবে। নতুন ডাইমেনশন। সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন সমন্বয়কেরা। স্বৈরাচার সরকারের তাসের ঘর দুলতে শুরু করল পুবের হাওয়ায়, সরকার প্রধান আলোচনার ডাক দিলেন গণভবনে। ততক্ষণে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে মুক্তির দাবি, এক দফা!

বিখ্যাত মিশরীয় লেখক আলা আল আসওয়ানির স্বৈরাচার এবং স্বৈরতন্ত্র নিয়ে লিখা The Dictatorship Syndrome বইতে তিনি স্বৈরাচারের কখন পতন হবে এবং কীভাবে তা হবে, সেটার একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে স্বৈরাচারের পতনের বীজ স্বৈরাচারের হাতেই নিহিত থাকে। তিনি লিখেছেন,

'A dictator in his virtual and multi-delusional world is like a person driving a car with no brakes or rear-view mirror. He drives without the least notion of the surroundings he is driving through, and he cannot stop the car even if he wants to. Under these circumstances, the car will end up crashing horribly. Even if it does not happen today, then it will tomorrow or the next day.'

৩৬ জুলাই, অকুতোভয় বাংলার মানুষ কারফিউ উপেক্ষা করে বন্দুকের নলের সামনে দিয়ে এক পা দুই পা করে এগিয়ে গিয়েছে বঙ্গভবনের দিকে। ১৬ বছর শোষণের রাজত্ব কায়েম করা সরকার প্রধান লক্ষণ সেনের ৮২০ বছরের রেকর্ড ভেঙে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে সামরিক হেলিকপ্টারে চড়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন। গণজোয়ারে সৃষ্ট ঝড়ের দাপটে দেশে উড়তে থাকল লাল সবুজের পতাকা, মুহূর্তেই ছিঁড়ে গেল বুলডোজারের অদৃশ্য শিকল। মুক্ত হলো দেশ। ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্বের নীতি হয়ে উঠল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অন্তর্নিহিত নীতি। মৃত্যু পথযাত্রী জুলাইয়ের শেষ সাধ পূরণ হলো, বিজয় এল। জুলাই বুঝল এবার তার শেষ হওয়ার পালা। শুরু হলো আগস্ট, শুরু হলো আগামী।

জুলাই বিপ্লবের পটভূমি

কোটা সংস্কার দাবিতে একটি ছাত্র আন্দোলন গণ অভ্যুত্থান সৃষ্ট করে বাংলাদেশের পরাক্রমশালী সরকারের পতন ঘটায় মাত্র ৩৬ দিনে। পিছনে ফেরা যাক।

২০১৮ সালে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের মূল দাবি ছিল ৫৫ শতাংশ কোটা বাতিলের। পরবর্তীতে সরকার কোটা বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল। কিন্তু ২০২১ সালে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করে।

২০২৪ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর মাসে। বাংলাদেশ সরকারের জারি করা কোটা বাতিলের পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণার পর কোটা সংস্কার আন্দোলন নতুন করে সূচনা হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ ছিল, সরকার বিচার বিভাগের ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ এর মাধ্যমে কোটা পুনর্বহালের নীলনকশা বাস্তবায়ন করছে।

এই আন্দোলনে তৎকালীন শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার দমন-পীড়ন শুরু করলে এটি অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়। এই গণ অভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে ভারতের দিল্লিতে পলায়ন করতে বাধ্য হন। ফলে বাংলাদেশ সাংবিধানিক সংকটে পড়ে। এর কয়েকদিন পরে বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়।

কোটা আন্দোলন কীভাবে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়?

২০২৪ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলন কিছুদিন চলার পর সরকারের কঠোর পদক্ষেপ ও অগ্রহণযোগ্য আচরণের কারণে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। সরকার প্রথমে আন্দোলনকারীদের দমন করতে নানা কৌশল প্রয়োগ করে। শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন, আটক এবং ছাত্রলীগ ও পুলিশের আক্রমণ আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আন্দোলনের দৃশ্য ভাইরাল হওয়ার পর আন্দোলন দ্রুত গতিশীল হয় এবং দেশব্যাপী সমর্থন লাভ করে।

প্রথমদিকে কোটা সংস্কার আন্দোলন কেবল সভা-সমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এক বক্তব্যে কোটা আন্দোলনকারীদের "রাজাকারের নাতি-পুতি" হিসেবে অভিহিত করেন। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা সেদিন রাতেই তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশেরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধ্বনিত হতে থাকে কিছু স্লোগান- "তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার; কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার" এবং "চাইতে গেলাম অধিকার; হয়ে গেলাম রাজাকার"। "লাখো শহিদের রক্তে কেনা, দেশটা কারো বাপের না"।

পরদিন ১৫ জুলাই আওয়ামী লীগ ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা, মন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নষ্ট করার অভিযোগ আনেন। একই দিন দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। সেইসাথে পুলিশও লাঠি, রাবার বুলেট দিয়ে হামলা করে। এসব হামলায় ১৬ জুলাই থেকে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন অতি দ্রুত পুরো দেশের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

সরকার শুরুতে আন্দোলনের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার চেষ্টা করলেও পরে কঠোরভাবে দমননীতির আশ্রয় নেয়। শেখ হাসিনার সরকার আন্দোলনকারীদের নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি সংলাপ করতে ব্যর্থ হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত ছাত্র সংগঠনগুলো আন্দোলনকারীদের সাথে দুর্ব্যবহার করতে থাকে। সরকার সমালোচনার মুখে পড়লেও, শিক্ষার্থীদের দাবি উপেক্ষা করে তাদের দমন করতে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা ছাত্রলীগকে সম্পৃক্ত করে। এর ফলে আন্দোলন আরও বিকশিত হয় এবং জনগণের মধ্যে সরকারের প্রতি ঘৃণা বাড়তে থাকে।

১৬ জুলাই থেকে আন্দোলন তীব্রতর হতে শুরু করে। ২৯ জুলাই চূড়ান্ত সংঘর্ষে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের হামলা হয়, যা

শিক্ষার্থীদের ক্রোধকে আরও উস্কে দেয়। এরই মাঝে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয় সরকার। সারাদেশে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সরকারের বিরোধিতা করার অভিযোগে প্রায় সকল জেলায় পুলিশ গণ-গ্রেফতার চালায় ও হাজার হাজার মানুষকে আটক করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন কিছু না কিছু মানুষ নিহত হতে থাকে। এ আন্দোলন ছাত্র, জনতা, পথচারী, শিশুসহ দেড় হাজারের অধিক মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। কোথাও কোথাও চোরাগোপ্তা হামলা ও অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। তা সত্ত্বেও অঞ্চলভিত্তিক সমন্বয়কদের নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে সরকার পতন হয়। লাখো মানুষ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন 'গণভবন' এর দিকে যাত্রা করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতির নিকট জমা দিয়ে সেনাবাহিনীর সহায়তায় হেলিকপ্টারযোগে ভারতের দিল্লিতে পালিয়ে যান। যার ফলে প্রধানমন্ত্রীবিহীন চলমান সংসদ ভেঙে যায় বা অচল হয়ে যায়। এবং আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃবৃন্দ গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়।

এই জুলাই গণ অভ্যুত্থানে যারা শহিদ হয়েছেন, তাদের আত্মত্যাগ বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। তাদের পরিচিতি এবং জীবনকাহিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। তাঁদের মধ্যে রয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থী, যাদের জীবন বিসর্জনের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

জুলাই বিপ্লব ২০২৪ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এ বিপ্লব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো উন্মোচন করেছে এবং তরুণ প্রজন্মের সচেতনতা ও অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক কাঠামোর পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে সহায়ক হয়েছে। জনগণের অধিকার রক্ষায় এই বিপ্লব একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং নতুন শাসন ব্যবস্থা দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আবু সাইদ